দৈনিক বাংলা

19 AUG 1994
তারিখ ...19 AUG 1994 ... ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৭ ...

২৫

শিক্ষার জন্য খাদ্য ঃ খেটে খাওয়া মানুষের সন্তানরা পড়তে পারছে

স্টাফ রিপোর্টার ঃ শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর গ্রামাঞ্চলে দরিদ্র শ্রেণীর লোকদের স্কুল উপযোগী ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার এক অভূতপূর্ব সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। গ্রামাঞ্চলের অভাব-অনটনের তীব্র কষাঘাতে নিষ্পিষ্ট দিনমজুর শ্রেণীর যেসব ছেলেমেয়ের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যাওয়া ছিল এক অকল্পনীয় ব্যাপার, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গরীব ঘরের সেসব অবহেলিত ছেলেমেয়েদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরজা অবারিত করে দিয়েছে। গ্রামে গরীব ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার এক অফুরন্ত প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষার আলো থেকে চিরবঞ্চিত গ্রামের দিন এনে দিন খাওয়ার সংসারের গরীব ছেলেমেয়ে ও তাদের অক্ষম অভিভাবকদের মূঢ় ম্লান মূক মুখে এখন অফুরন্ত হাসি ফুটে উঠেছে।

গ্রামের চির অবহেলিত গরীব ঘরের ছেলেমেয়েদের কাছে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেয়ার এই সুযোগ সৃষ্টি করেছেন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। গত বছর ৮ আগস্ট তিনি গ্রামাঞ্চলের স্কুল-উপযোগী গরীব ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাওয়ার সুযোগ সৃষ্টির মহান লক্ষ্যে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী নামক এক বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। দেশের ৪টি মেট্রোপলিটন এলাকার বাইরে সারাদেশে প্রত্যেক থানায় একটি করে ইউনিয়নে সব সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও রেজিস্টার্ড বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি করে স্বতন্ত্র এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচীর আওতায় আনা হবে। গত বছর আগস্ট থেকে এই কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

বৃহস্পতিবার একদল সাংবাদিক গাজীপুর জেলার সদর থানার একটি ইউনিয়নে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন।

গাজীপুর সদর থানার কাউলতিয়া ইউনিয়নের সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ও পোড়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং একটি এবতেদায়ী মাদ্রাসাকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীভুক্ত করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার এই ২টি প্রাইমারী স্কুল পর্যবেক্ষণের সময় প্রধান-শিক্ষকগণ জানান যে, শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর তাদের স্কুলে গ্রামের স্কুল উপযোগী ছাত্রছাত্রী ভর্তির সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর আগে পোড়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ছিল তিন-চারশ'র মত। খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর এ বছর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৫২৫ জনে বৃদ্ধি পেয়েছে। একই অবস্থা সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। খাদ্য কর্মসূচী চালুর আগে ২টি ঘরবিশিষ্ট এই স্কুলে ছাত্রসংখ্যা ছিল পাঁচ-ছয়শ'র মত। খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর এখন ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আটশ'র বেশী। এই দুটি স্কুলে এখন ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান হয় না। স্কুলের বাইরে গাছতলায় ক্লাস বসাতে হয়।

পোড়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পার্শ্ববর্তী ২টি গ্রামের ১৫২টি দুঃস্থ ও গরীব পরিবারের ১৭৬ জন ছেলেমেয়েকে মাসে মাথাপিছু ১৫ কেজি এবং একই পরিবারের একাধিক ছেলেমেয়ের জন্য সর্বোচ্চ ৩০ কেজি গম দেয়া হয়। একই বছরে গম দেয়া হয় সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৯০ জন ছাত্রছাত্রীকে। শতকরা ৮৫টি ক্লাসে উপস্থিতির শর্তে গম দেয়া হয়।

শিক্ষার জন্য গম দেয়ায় পোড়াবাড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী একটি মাদ্রাসার ছাত্ররা মাদ্রাসা ছেড়ে পোড়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে ভর্তি হতে চাচ্ছে। এই স্কুলে ছাত্রছাত্রীর স্থান সংকুলান না হওয়ায় পার্শ্ববর্তী কাওরাইদ গ্রামে একটি বেসরকারী প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করা হয়েছে। তবে এ স্কুল শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীভুক্ত হয়নি।

উভয় স্কুলে গম নেয়ার জন্য বৃহস্পতিবার ছাত্রছাত্রীদের গরীব অভিভাবকদের ভিড় দেখা গেছে। সবাই লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল গম নেয়ার জন্য। স্কুল উপযোগী ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তি করতে পারায় অভিভাবকদের মধ্যে দেখা গেছে অভূতপূর্ব আনন্দ। এসব অভিভাবক অধিকাংশই দিনমজুর শ্রেণীর ও ভূমিহীন।

সালনা গ্রামের বিধবা রমেছা বেগম জানান যে তার একমাত্র মেয়ে কোহিনূরকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়ে তিনি অন্যের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করেন। দিনমজুর কছিমউদ্দীনের ছেলে সালনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ে। কছিমউদ্দীন এতে বেশ খুশী। তবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি এবং গম বিতরণ সম্পর্কে কিছু অনিয়ম ও স্বজনপ্রীতির অভিযোগ পাওয়া গেছে। স্থানীয় এলাকার কোন কোন অভিভাবক সাংবাদিকদের জানান যে মুখ দেখে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করা হয় এবং গম দেয়ার তালিকাভুক্ত করা হয়।